Vol. 50 | No. 1 | 2012

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

নাট্য নির্দেশনায় ছন্দ

Volume	50
Issue	1
Year	2012
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	আহমেদুল কবির
Published online	October 1, 2012
DOI	10.62328/sp.v50i1.6
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v50i1.6
Pages	১৪৯-১৬১
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

নাট্য নির্দেশনায় ছন্দ

Check for updates

আহমেদুল কবির*

ভূমিকা

নাট্য নির্দেশনার পঞ্চসূত্রের চতুর্থ এবং ব্যাখ্যার পক্ষে সবচেয়ে কঠিন এই ছন্দ বা রিদম। পৃথিবীতে এমন কতগুলি বিষয় আছে যা আমরা সবাই অনুভব করি কিন্তু বলে বোঝাতে পারি না। আমাদের এই সূত্রটিও তেমনি একটি সরলতম জটিল বিষয়। চর্চার মধ্য দিয়ে নির্দেশক ছন্দ বোধের বিকাশ ঘটাতে পারেন। আমরা প্রাথমিকভাবে সর্বজনস্বীকৃত কিছু সূত্র নিয়ে আলোচনায় অবতীর্ণ হতে পারি।

প্রথম প্রশ্ন হলো–ছন্দ কবিতার অঙ্গ, নাটকের বা নাট্যাভিনয়ের আবার ছন্দ কি? উত্তর হলো— ছন্দ শুধু কবিতারই একচেটিয়া অধিকারের বিষয় এ ধারণা ঠিক নয়। বরং বলা যায়— এই গোটা দুনিয়াটাই একটা ছন্দের রাজত্ব। ছন্দ পতন ঘটলে এক মিনিটে সব ওলটপালট হয়ে যেতে পারে। এই কথা ভালো করে বুঝতে হলে আগে বোঝা দরকার 'ছন্দ' কাকে বলে? অভিধানে ছন্দের সংজ্ঞা পাই— ঝোঁকের সুসমঞ্জস পুনরাবৃত্তিই হচ্ছে ছন্দ। সোজা কথায় সমান কয়েক মাত্রায় পরপর একটা করে ঝোঁক বা অ্যাকসেন্ট পড়লে ছন্দের সৃষ্টি হয়। যথা—

১ — ২ — ৩′ / ১ — ২ — ৩′ /
বা
১ — ২ — ৩ — ৪′ / ১ — ২ — ৩ — ৪′ /

এই ছন্দের থাকে দুটো জিনিস— ধাঁচ আর গতিবেগ। ঐ যে তিন মাত্রা বা চার মাত্রা পর ঝোঁক পড়ছে এটি হলো ছন্দের ধাঁচ। কিন্তু শুধু ধাঁচই ছন্দের সবটা নয় গতিবেগের কম-বেশিও থাকে। একটা বিশেষ সময়ের ব্যবধানে যে ঝোঁক পড়ছে সেই ঝোঁক পড়ার হার বা রেট বেড়ে যেতে পারে, কমে যেতে পারে। এই বাড়া কমার মধ্য দিয়ে ছন্দ আমাদের আবেগের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পূর্ণাঙ্গতা লাভ করতে পারে।

এ যেন অনেকটা আমাদের হৃদপিণ্ডের ধকপুকানির মতো। হৃদপিণ্ড এক ধাঁচে ধুকপুক করেই চলেছে। কিন্তু যখন মনে কোনো উত্তেজনা দেখা দেয় তখন ধুকপুকানির রেট বেড়ে যায়, আবার মন যখন নিরাশায় ভেঙে পড়ে তখন রেট কমে যায়। ছন্দের ধাঁচ আর বেগও সেই রকমই। দুনিয়ার গতিশীল সব কিছুরই এই ধর্ম। সবই ছন্দে চলছে অর্থাৎ ধাঁচে আর বেগে চলছে। এদিক থেকে নাটকও যেহেতু গতিশীল সেহেতু তা ছন্দের অধীন। একটা নাটক একটা বিশেষ ছন্দে, দৃশ্যের পর দৃশ্যের ঢেউয়ে-ঢেউয়ে ছন্দিত হয়ে তার চরম মুহূর্তের ঝোঁকে গিয়ে শেষ হয়।

---

* সহকারী অধ্যাপক, নাট্যকলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

গোটা নাটকের যেমন একটি ছন্দ থাকে তেমনি প্রতিটি দৃশ্যের, প্রতিটি পরিস্থিতির, প্রতিটি চরিত্রেরও বিশেষ-বিশেষ নিজস্ব ছন্দ থাকে। সব ছন্দ মিলে গোটা নাটকটাই একটি অখণ্ড ছন্দে বাঁধা। নির্দেশককে সেই ছন্দ আবিষ্কার করতে হয়, বুঝতে হয় এবং প্রয়োগ করতে হয়। এটা একদিনে হবার নয়। চর্চা ও অনুশীলন ছাড়া ছন্দোবোধ পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে না। ছন্দের সাধারণ ধারণা নিয়ে কবিতা লিখতে লিখতে যেমন ছন্দোবোধ পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে নাটকের ক্ষেত্রেও তাই। সকল ছন্দের দুটি বিশেষ আদল বা অংশ থাকে। যথা— ক. প্রাণশক্তি বা জীবন শক্তি, খ. আকর্ষণ ক্ষমতা।

ছন্দের মূল বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম হচ্ছে অনুরণন ক্ষমতা। আর এ বৈশিষ্ট্যটি জীবন সঞ্চালন প্রক্রিয়ার দুটি বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত। যেমন— ১. হৃদকম্পন ২. ফুসফুসে শ্বাস-প্রশ্বাস। এরা উভয়েই সংকোচন-সম্প্রসারণ বা হ্রাস-বৃদ্ধি এবং কম্পন একই ছন্দে সীমাহীনভাবে কাজ করে চলেছে। এই প্রক্রিয়ায় কাজ করে বলে জীবনে প্রাণ সঞ্জীবনী রয়েছে। এই প্রাণ সঞ্জীবনী হচ্ছে ছন্দের একটি রূপ। যখন ছন্দ অঙ্গনে কোনো কিছু উপস্থাপিত হয় তখন তার যে বিন্যাস, সমন্বয়তা এবং অভিযোজন সেটা আমাদের চিত্তকে সন্তুষ্ট করে এবং স্বাভাবিকভাবেই আমাদের আকর্ষণ করে। এটি হচ্ছে আকর্ষণ করার ক্ষমতা। বাংলাদেশের মঞ্চ নাটকের নির্দেশনা প্রক্রিয়া নিয়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ইতঃপূর্বে ছন্দ নিয়ে বিস্তারিত কোনো আলোচনা হয়নি। তাই এই নিবন্ধে মূলত নাট্য নির্দেশনার ক্ষেত্রে ছন্দের ভূমিকা ও কাজ আলোচনায় স্থান পাবে।

১
ছন্দের বৈশিষ্ট্য

ছন্দের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ। যথা—

ক. ছন্দের ধরন
খ. লয়

ক. ছন্দের ধরন : ছন্দ হচ্ছে পুনঃপুন ধ্বনিত সুর সংঘাত। এই ধ্বনিত সুর সংঘাতের মধ্যে অবশ্যই স্থান বা সময়ের একটি নিয়মিত সমান ব্যবধান থাকতে হয়। অন্যথায় ছন্দটি সুন্দর নান্দনিক ছন্দ হিসাবে অনুভূত হতে পারে না। অনুভূতিশীল এই পুনঃপুন ধ্বনিত বীট যা কোন ব্যক্তি স্বাভাবিক প্রবণতাবশেই সেই বীটের একটি নির্দিষ্ট সংখ্যায় একক গণনা করতে পারে। এই সংখ্যাই হচ্ছে সত্যিকার ছন্দের অভিজ্ঞতা যা অনুভব করা যায়। ছন্দ সম্পর্কে আমাদের এই যে স্বাভাবিক সহজাত অনুভূতি এটাই ছন্দের ধরন এবং ছন্দের প্রথম বৈশিষ্ট্য। এটি সময়ের সাথে একটি নির্দিষ্ট সম্পর্ক সূত্রে গাঁথা।

খ. লয় : ধরন বলতে কেবল ছন্দকে বুঝায় না বরং লয় ছন্দের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে। পুনরায় যদি আমাদের হৃদকম্পন লক্ষ করি তাহলে দেখা যায় যে, যখন আমরা কোনো তেজঃদীপ্ত উৎসাহমূলক কাজ করি বা যখন প্রচণ্ড স্বপ্নার্তি উত্তেজনা অনুভব করি তখন আমাদের হৃদকম্পন বেড়ে যায়। বিপরীতভাবে আসন্ন সমূহ বিপদে আমাদের হৃদকম্পন স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক কমে যায়। স্বাভাবিকের তুলনায় হৃদকম্পনের মাত্রার ভিন্নতার

কারণে ছন্দের ধরন ভিন্ন হয়। হৃদকম্পনের এই আনুপাতিক মাত্রা বা রেটই হচ্ছে লয়। এটি ছন্দের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য।

ছন্দের প্রচলিত তিনটি লয় নাটকের প্রকৃতি, সংলাপ, চরিত্র, দৃশ্য ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে দর্শক মনে বিভিন্ন অনুভূতির উদ্রেক করতে পারে। যেমন: ধীরলয় — যা রহস্য, চিরায়ত উত্তরণ, আত্মসমর্পণ, ক্লান্তি, হতাশা, ধৈর্য ইত্যাদি গভীর অনুভূতির প্রকাশক। মধ্যমলয় : সহজ ও ব্যবহারিক লয়। ফলে যুক্তি, আত্মনিয়ন্ত্রণ, শান্ত, নম্র, গুরুত্ব ইত্যাদি ভাব প্রকাশক। দ্রুতলয় : চাপা উত্তেজনা, স্বপ্নার্তি উত্তেজনা প্রভৃতি শ্রমনির্ভর আবেগ প্রকাশক। অতএব নাটকের লয় বুঝে ব্যবহার করার সময় মনে রাখতে হয় লয়—

১. নাটকের মেজাজ প্রতিষ্ঠা করে
২. নাটকের শ্রেণিগত বিশেষত্ব প্রতিষ্ঠা করে
৩. নাটকের ঘটনার স্বরূপ প্রকাশক
৪. চরিত্রায়ণের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়
৫. নাট্য অকুস্থল ও আবহাওয়ার চরিত্র প্রকাশক
৬. দৃশ্যান্তর্গত পরিবর্তন ঘটিয়ে থাকে
৭. অভিনেতাদের গ্রথিত করে
৮. দর্শককে সংযুক্ত করে
৯. নাটককে সামগ্রিকভাবে ধরে রাখে

অতএব নাটকে লয়ের প্রয়োগ করতে হয় সময়, জ্ঞান ও প্রতিটি পদক্ষেপের পরিকল্পনায়। সঠিক ছন্দ প্রয়োগের ফলে নাটক গতি লাভ করে। প্রকৃত পক্ষে ছন্দই নাটকের প্রাণ সঞ্চার করতে পারে।

২
ছন্দের সম্পৃক্ততার ভূমিকা

ছন্দের সাথে আমাদের জীবনের একটি সম্পৃক্ততা রয়েছে। আবেগ এবং অনুভূতি সৃষ্টি করতে ছন্দ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমাদের মধ্যে যে ছন্দের অনুভূতি রয়েছে সেটা সুস্পষ্টভাবেই শারীরিক ও মানসিক উত্তেজনার ফল। অভ্যন্তরীণ সুস্পষ্ট আবেগ ও অনুভূতি দ্বারা আমাদের চারপাশে যা কিছু ঘটে তা অনুভব করি এবং একের পর এক আমরা বৃদ্ধি করে চলছি সেই সকল ছন্দের সম্পৃক্ততাসমূহকে। ফলে আমরা যখন কোন আবেগাশ্রিত দৃশ্য দেখি তখন সেই দৃশ্যের ছন্দ অনুভব করতে সমর্থ হই। ছন্দ এবং প্রকাশিত আবেগের মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি করতে সম্পৃক্ততা একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এই সম্পৃক্ততার উপর নির্ভর করে অভিনেতা সচেতন বা অবচেতনভাবে আবেগ ও অনুভূতি সৃষ্টি করে এবং এই সম্পৃক্ততার উপর নির্ভর করে নির্দেশকও দৃশ্যে বা সমস্ত নাটকের ছন্দ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। তাহলে প্রশ্ন সম্পৃক্ততাসমূহ কী? সুনিশ্চিতভাবে সম্পৃক্ততাসমূহ হচ্ছে ব্যক্তির অনুভূতিলব্ধ বৈচিত্র্যপূর্ণ অভিজ্ঞতাসমূহ।

৩

ছন্দ ও আবেগ

প্রকাশিত আবেগ সম্পৃক্ততার উপর নির্ভরশীল। এটা সত্য নয় যে প্রত্যেকটি ছন্দই আমাদের আলোড়িত করে। প্রথমত চেতন বা অবচেতনভাবে আমাদের পূর্ব অভিজ্ঞতার কাছে মনকে নিয়ে যায়, সেখানে আমরা ছন্দের সাথে সম্পৃক্ত হই এবং অতঃপর আবেগ বা অনুভূতি অনুভব করি। মূলত ছন্দ আমাদের আবেগকে উদ্দীপিত করে। ছন্দ তার ধরন ও লয়ের সাহায্যে আমাদের আবেগকে বিভিন্ন অবস্থায় অতি সহজেই নিয়ে যেতে পারে। সৈনিকরা যখন মার্চ করে তখন যে তালে, ছন্দে ড্রাম বাজে তা আমাদের রক্তে দোলা লাগায় এবং একটা বিশেষ আবেগে আমরা অভিভূত হই। আবার যখন বিয়ে বাড়িতে সানাই বাজে তার ছন্দ আমাদের চিত্তে অন্য আর এক ধরনের আবেগ জাগায়।

ছন্দের ধরন এবং অন্তর্নিহিত অর্থের মূল্যায়ন

ছন্দের ধরন বলতে এক্ষেত্রে একটি নাটকের মৌলিক বিটকে বোঝানো যেতে পারে। যখন অভিনেতা ছন্দ অনুভব করতে ব্যর্থ হয় তখন নির্দেশককে অবশ্যই ছন্দ এবং মৌলিক বিটের প্রকৃতি ও নাটকের ভাবমূল্যের সাথে ছন্দের সামঞ্জস্যতা কতটুকু সে সম্পর্কে অভিনেতাকে ধারণা দিতে পারেন।

লয় এবং অন্তর্নিহিত অর্থের মূল্যায়ন

লয় হচ্ছে ছন্দের ধরনের বৈচিত্র্য যা মাত্রা বা রেটের উপর ভিত্তি করে বহুবিধ ব্যবহারের মাধ্যমে গড়ে ওঠে। লয় এবং বৈচিত্র্য বলতে সময়ের স্থায়িত্বের ব্যবধানের ভিন্নতাকে বুঝায়। লয়ের বৈচিত্র্য নানাবিধ ভাবকে প্রকাশ করতে সহায়তা করে।

৪

নাটকের ছন্দ নিরূপণ

এ তো গেল সাধারণভাবে ছন্দের কথা। ছন্দের ক্ষেত্রে প্রত্যেক নাটকেরই একটি মূল ছন্দ থাকে। নিম্নে ছন্দ নির্ধারণের গুণগুলো উল্লেখ করা হলো—

ক. নাটকের প্রকার
খ. নাট্য পরিস্থিতির প্রকৃতি
গ. সংলাপের ধরন
ঘ. চরিত্রের ভাব
ঙ. নাট্য বর্ণিত স্থান ও পরিবেশ

ক. নাটকের প্রকার ও ছন্দ : নাটকে বিষয়বস্তু প্রকাশের পেছনে যে মনোভঙ্গি লক্ষ করা যায় তাই হচ্ছে তার ছন্দের প্রধান নির্ধারক। নাটক বহু প্রকারের—ট্রাজেডি, কমেডি, স্যাটায়ার, ফার্স ইত্যাদি। এগুলোর পেছনে বিয়োগান্তক, মিলনান্তক, বিদ্রূপাত্মক, প্রহসনাত্মক নানা মনোভঙ্গি বিদ্যমান থাকে। এগুলোর প্রত্যেকটির একেকটি নিজস্ব ছন্দ থাকে যা বিশেষ

আবেগের সঙ্গে জড়িত। একটা দুঃখের নাটকের ছন্দ আর হাসির নাটকের ছন্দ এবং আবেগ এক নয়— ভিন্ন। একেকটা ছন্দ দর্শকের মধ্যে একেকটা বিশেষ রসের সৃষ্টি করতে পারে।

খ. নাট্য পরিস্থিতির প্রকৃতি ও ছন্দ : নাট্য পরিস্থিতিও ছন্দের নির্ধারক। চরিত্রগুলোর চলন-বলনের ছন্দ নির্ধারিত হয় দৃশ্যের পরিস্থিতি ও পরিবেশের ভাব অনুযায়ী।

গ. সংলাপ ও ছন্দ : সংলাপেরও বিশেষ ছন্দ থাকে। ঠিক ছন্দে বললেই সংলাপ প্রাণ পায়। না হলে সংলাপ মূল্যহীন হয়ে পড়তে পারে। সংলাপের মধ্যে যে আবেগ অন্তর্নিহিত আছে, সে-আবেগ প্রকাশিত ও সঞ্চারিত হয় ছন্দেরই সাহায্যে। ইংরেজিতে লেগেটো আটার‍্যানস এবং স্ট্যাকাটো আটার‍্যানস বলে দুটি কথা উল্লেখ পাওয়া যায় যা সংলাপের সঙ্গে সম্পৃক্ত। লেগেটো আটার‍্যানস হলো দীর্ঘলয়ে পালিশ করে লহরে-লহরে কথা বলা। আর স্ট্যাকাটো আটার‍্যানস হলো দ্রুত কাটা কাটা ভাবে কথা বলা। এই দুই ছন্দের কথা ও তার সঙ্গে সেই ছন্দের চলন সংযুক্ত হলে সম্পূর্ণ ভিন্ন-ভিন্ন ভাব ও আবেগ সৃষ্টি হতে পারে।

ঘ. চরিত্র ও ছন্দ : সংলাপ ও চলনের ছন্দ চরিত্রানুযায়ী পরিবর্তিত হতে পারে। চরিত্রটিকে যদি ঠিক মতো নির্দেশক আগে বিশ্লেষণ করে নিতে পারেন তবে তিনি চরিত্রের ছন্দটাও ধরতে সক্ষম হন এবং চরিত্রের ছন্দটি সংলাপ, চলন ও পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম হয়।

ঙ. স্থান, পরিবেশ ও ছন্দ : যে স্থান বা পরিবেশে দৃশ্যের ঘটনা ঘটছে সেই স্থান বা পরিবেশেরও একটি নিজস্ব ছন্দ থাকে। নির্দেশককে সেটা অনুভূতি দিয়ে বুঝতে হয় এবং সেই অনুযায়ী চলন, সংগীত, দৃশ্যপরিকল্পনা ও বিন্যাস করতে হয়। স্থান পরিবেশের ছন্দ কী রকম— রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা থেকে তা সবচেয়ে ভাল বোঝানো যেতে পারে —

নগর পরিবেশ ও ছন্দ —

দিকে দিকে দেখা যায় বিদর্ভ, বিরাট,
অযোধ্যা, পাঞ্চাল, কাঞ্চী, উদ্ধত ললাট
স্পর্ধিছে অম্বর তল আপাঙ্গ ইংগিতে
অশ্বের হ্রেষায় আর হস্তীর বৃংহিতে
অসির বাঞ্চনা আর ধনুর টংকারে...
...হেথা মও স্ফীত স্ফূর্ত ক্ষত্রিয় গরিমা

এই হলো নগরীর ছন্দ আর —

ব্রাহ্মণের তপোবন অদূরে তাহারি
নির্বাক, গম্ভীর শান্ত সংযত উদার
হোযা স্তব্ধ সহামৌণ ব্রাহ্মণ মহিমা।

এই হলো তপোবনের ছন্দ। দুই শ্রেণির মানুষের দ্বারা অধ্যুষিত দুই স্থানের ছন্দে কত না পার্থক্য।

৫

ছন্দের কার্যাবলি

ছন্দ মূলত একটি নাটককে প্রাণবন্ত ও জীবন্ত করে তুলতে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে। নাটকের ভাব, ধরন, প্রকৃতি, নাট্যপরিস্থিতি, স্থান, অবস্থা, চরিত্রায়ণ, আবহ ও পরিবেশ প্রভৃতি প্রকাশ করতে ছন্দের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। নিম্নে ছন্দের কার্যাবলি বর্ণিত হলো। যথা —

১. ভাব প্রতিষ্ঠা করে
২. নাটকের ধরন প্রতিষ্ঠা করে
৩. নাট্য অবস্থার প্রকৃতি নিরূপণ করে
৪. চরিত্রায়ণে সাহায্য করে
৫. স্থান ও আবহ তৈরি করে
৬. দৃশ্য পরিবর্তন ঘটায়
৭. অভিনেতাদের দলীয় বন্ধন সৃষ্টি করে
৮. দর্শককে একত্র করে
৯. নাটকের সমস্ত অংশকে সংযুক্ত করে মিশ্রণ ঘটায়

১. ভাব প্রতিষ্ঠা : ছন্দে ভাব প্রতিষ্ঠা পায় বিন্যাস ও চলনের অন্তর্নিহিত মূল্য দ্বারা। একটি সংলাপে অনেকগুলো শব্দ থাকে। শব্দের অন্তর্নিহিত মূল্য নির্দেশকের সহায়তায় অভিনেতা শব্দ উচ্চারণের মধ্য দিয়ে ও সংলাপের মধ্যকার চিন্তার মাধ্যমে সম্পৃক্ততা সৃষ্টি করে ভাব তৈরি করতে পারে। যখন সংলাপের মধ্য দিয়ে পরিস্থিতির ভাব বোঝা যায় না তখন বিন্যাস ও চলনের অন্তর্নিহিত মূল্যের প্রতি অথবা শব্দের প্রতি জোর দিয়ে নির্দিষ্ট অন্তর্নিহিত মূল্য বের করা সম্ভব হতে পারে। যে পদ্ধতিই ব্যবহার হোক না কেন ছন্দ সবসময় একত্রিত, মিশ্রিত, সংযুক্ত ও ফলপ্রদ অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। যখন ভাবের প্রসঙ্গ আসে তখন ছন্দের কণ্ঠগুণের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কথা বিবেচনা করা যেতে পারে। কণ্ঠের ওঠা-নামা, গভীর ও পরিষ্কার করে দীর্ঘক্ষণ কোনো লাইন উচ্চস্বরে বলা এবং উচ্চারণের ছন্দ সবকিছুতেই কণ্ঠ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। এক একটি শব্দ গুরুত্ব দিয়ে উচ্চারণ করলে এক এক ধরনের ভাব প্রকাশ পেতে পারে। এই শব্দগুলো অভিনেতা কণ্ঠের বিভিন্ন অবস্থান থেকে উচ্চারণ করে, ফলে সংলাপে ভাবের ভিন্ন ব্যঞ্জনা তৈরি হতে পারে।

২. নাটকের ধরন প্রতিষ্ঠা : প্রত্যেক নাটকের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য থাকে যা মৌলিক বিট দ্বারা সমন্বিত হয়। যে কারণে ট্রাজেডি, কমেডি, মেলোড্রামা বা ফার্সের অঙ্গভঙ্গি, চলন, ধরন ও সংলাপ উচ্চারণ ভিন্ন-ভিন্ন ছন্দের দ্বারা পরিচালিত হয়। তাই প্রাথমিকভাবে নির্দেশককে নির্বাচিত নাটকের ধরন ও ছন্দ নিরূপণ করতে হয়। নাটকের মনোভাব এবং বৈশিষ্ট্য নিরূপণের পর যথাযথ ছন্দের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। যেকোনো গতিশীল চলনেরই ছন্দ থাকে।

নাটকের ছন্দ নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্দিষ্ট নাটকে কী ধরনের চলন বিরাজমান তার উপর নির্ভর করতে হয়। সেক্ষেত্রে চলনের ধরন, অঙ্গভঙ্গি ও সংলাপ নাটকের মৌলিক স্পন্দনের

সাথে ঐক্য রেখে করা যেতে পারে। কখনো-কখনো ছন্দ ট্রাজেডিতে কমেডির উপস্থিতি ঘটায়। বিপরীতভাবে কমেডিতে ট্রাজিক মুহূর্ত তৈরি করতে পারে। ম্যাকবেথের দ্বাররক্ষী দৃশ্য যৌক্তিক উদাহরণ হতে পারে। যেখানে কমেডি সমগ্র নাটকের ভাবকে পরিবর্তন করে না। অপরপক্ষে কমেডিতে দ্রুত গতির আবেগ দৃশ্যের গভীরতাকে হালকা করে দিতে পারে।

৩. **নাট্য অবস্থার প্রকৃতি নিরূপণ :** প্রকৃতি অনুসারেই প্রত্যেক নাটকের একটি মূল ছন্দ থাকে। মূলছন্দই সমস্ত নাটককে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এই মূল ছন্দের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে লয়। নাট্যক্রিয়ার অবস্থা ও প্রকৃতির উপর নির্ভর করেই লয়ের বৈচিত্র্য ব্যবহৃত হতে পারে। সুতরাং লয়ের বিভিন্ন বৈচিত্র্যময় ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকৃতিরও বিভিন্ন রূপ অনুভব করা যেতে পারে। নাটকের মূল ছন্দের সাথে লয়ের বৈচিত্র্য ছন্দের স্বাভাবিক পরিস্থিতি প্রতিষ্ঠা করতে পারে। নাটকে অনেকগুলো দৃশ্য থাকে এবং প্রত্যেকটা দৃশ্যের আলাদা-আলাদা ভাব থাকে। দৃশ্যগুলো মূল ছন্দের উপর নির্ভর করে আলাদা লয়ের বৈচিত্র্যের মাধ্যমে উপস্থাপিত না হলে একঘেয়েমি লাগতে পারে।

৪. **চরিত্রায়ণে সাহায্য :** প্রত্যেক ব্যক্তির চলন ও উচ্চারণে একটি স্বতন্ত্র ছন্দ থাকে। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও পরিবেশের কারণেই এ ছন্দ তৈরি হয়। চলন, চরিত্রের ধরন এবং তার মানসিক অবস্থাকে প্রকাশ করে। কিন্তু ছন্দ সকল চলন সম্পাদনের আচরণ প্রকাশ করে এবং চরিত্রের অন্তর্নিহিত ভাবনাকে অর্থবহ করে তোলে।

৫. **স্থান ও আবহ প্রতিষ্ঠা :** এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে ছন্দ দ্বারা স্থান ও আবহ নির্দেশিত হয়। কোনো নির্দিষ্ট স্থানের, দেশের, সম্প্রদায়ের বা জাতির নির্দিষ্ট ছন্দ সম্পর্কে একজন নির্দেশকের সচেতন থাকা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ছন্দের সঠিক ধারণা বহন করার ক্ষেত্রে ঐ দেশের আলোকচিত্র, ভ্রমণ সম্বন্ধীয় চলচ্চিত্র, জাতীয়তা ধারণকারী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাঁদের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রশ্ন-উত্তরের ভেতর দিয়ে ছন্দ নিরূপিত হতে পারে।

৬. **দৃশ্য পরিবর্তন ঘটায় :** নেপথ্য দৃশ্যপটের দ্বারাই কেবল দৃশ্যের পরিবর্তন হয় না। ছন্দ দ্বারা স্থান ও আবহের সত্যিকার পরিবর্তনের মাধ্যমে নতুন-নতুন দৃশ্যের পরিবর্তন আনয়ন সম্ভব।

৭. **দলীয় বন্ধন সৃষ্টি :** প্রথাগত অভিনয় পদ্ধতিতে বর্তমান সময়ের চেয়ে অধিক পরিমাণে 'তারকা' প্রথা প্রচলিত ছিল এবং তখন সু-সমন্বিত অভিনয় দূর ভবিষ্যতের বিষয় ছিল। অভিনয়ে নিয়ম-শৃঙ্খলা মানার ক্ষেত্রে খুব কমই মনোযোগ দেওয়া হতো এবং কখনও-কখনও দেওয়াই হতো না। প্রত্যেক অভিনেতা তার নিজের অভিনয়ের ব্যাপারে আগ্রহী থাকতো এবং অন্য অভিনেতাদের অভিনয়ের ছন্দ ও স্বরের সাথে নিজের অভিনয়ের সমন্বয় ঘটাত না। কিন্তু বর্তমানে অভিনয়ের ক্ষেত্রে সঠিক দলীয় বন্ধন সৃষ্টি হচ্ছে। এই সু-সমন্বিত ও দলীয় বন্ধন সৃষ্টিকারী অভিনয় ছন্দের মাধ্যমে ঘটানো যেতে পারে। যেখানে প্রত্যেক অভিনেতা নাটকের মূল ছন্দের প্রতি লক্ষ রেখে সতর্কভাবে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে তার অভিনয়কে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে।

৮. দর্শককে একত্র করে : ছন্দের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ছন্দ প্রত্যেককে একত্র করে। ছন্দের যথাযথ নিয়ন্ত্রণে দর্শকের মধ্যেও একই রকম প্রতিক্রিয়া ঘটানো সম্ভব। কোলাহলপূর্ণ বিশাল জনতাকে ছন্দের মাধ্যমে আবেগ-তাড়িত করা সম্ভব হতে পারে। সেক্ষেত্রে দর্শকের ছান্দিক গতিতে একটি নাটক শুরু করা যায়। অঙ্কের শুরুতে নাটকের বৈশিষ্ট্যের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য দর্শককে কিছু সময় দেওয়া উচিত। বিপরীতে আকস্মিক ছন্দ ব্যবহার তীব্র আবেগ সৃষ্টি করে যা দর্শকের নিকট অপরিচিত মনে হতে পারে। দর্শকের নাট্য ছন্দ সম্পর্কে পূর্ব প্রস্তুতি নাও থাকতে পারে। ফলে গুরুত্বপূর্ণ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে দর্শকের মধ্যে ঘাটতি সৃষ্টি হয়।

৯. সমস্ত অংশকে সংযুক্ত করে : ছন্দ নাটকের সমস্ত অংশকে সংযুক্ত করে মিশ্রণ ঘটাতে সক্ষম হতে পারে। সংযুক্ততা ও ঐক্য সমস্ত ভালো শিল্পে বিদ্যমান।

ক. সঠিক মনোযোগের মাধ্যমে চলনের যে প্রবাহ অর্জিত হয়, ছন্দ তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। সবল চলন থেকে দুর্বল চলনের দিকে এবং দুর্বল চলন থেকে সবল চলনের দিকে ছন্দের সঠিক নিয়ন্ত্রিত প্রবাহ বিদ্যমান।

খ. ছন্দ দৃশ্যের বিন্যাস ও দৃশ্যের মধ্যে সংযুক্তি ঘটায়।

গ. ছন্দ পরিবর্তনমূলক ও সমান্তরাল দৃশ্যকে উন্নত ও শক্তিশালী করে সমগ্র নাটকের মধ্যে এই দৃশ্যগুলোকে যুক্ত করতে পারে। ছন্দ দর্শকের আগ্রহ ধরে রেখে দৃশ্যগুলোকে জীবন্ত ও প্রাণবন্ত করে ।

ঘ. প্রবেশ-প্রস্থানের সময়, চলন, ইঙ্গিত, বিরতি দৃশ্য, দৃশ্য তৈরি ও কম তীব্রতা সম্পন্ন দৃশ্য ইত্যাদি নিরূপণে ছন্দ ভূমিকা রাখে। ছন্দ নেপথ্য মঞ্চের হট্টগোল, সংগীত এবং অন্যান্য সমস্যাও নিরূপণ করে।

ঙ. অস্পষ্ট ফলাফল সমন্বিত দৃশ্যগুলোর মধ্যে ছন্দ সংযুক্তি ঘটায়। একইভাবে সম্পর্কহীন একটি দলের মধ্যে ছন্দের ঐক্যের দ্বারা পরিবর্তন এনে ঐ অংশকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

চ. ছন্দ চরিত্রের সাথে চরিত্রের সংযোগ ঘটাতে পারে।

৬
নাটকে ছন্দের প্রয়োগ

নির্দেশক আশা পোষণ করতে পারেন যে, তার নাটকে ছন্দ প্রকাশিত হবে অবচেতন-ভাবেই, অনুভূতিশীল অভিনেতাদের সংলাপ বলার মাধ্যমে, চরিত্রায়ণের মধ্য দিয়ে, পাণ্ডুলিপিতে যে সকল স্থান নির্দেশ করছে তার মাধ্যমে এবং সর্বোপরি নাট্যক্রিয়ার সমন্বয়ে। সেক্ষেত্রে অভিনেতা যথাযথ এবং উপযুক্ত ছন্দ প্রকাশে ব্যর্থ হলে নির্দেশককেই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ তখন তাকে অভিনেতাদের ছন্দ সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হয়। তাদের ছন্দের ধরন ও বৈশিষ্ট্য এবং লয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে বোঝাতে হয়। এক্ষেত্রে নির্দেশক যথাযথ ছন্দ বোঝাতে কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারেন, যেমন—

সংখ্যা গণনায় হাততালি ব্যবহারে ছন্দ বোঝাতে পারেন। অথবা মহড়ার সময়ে সংগীতের ব্যবস্থা করে তাৎক্ষণিক উপস্থাপিত কোনো ছান্দিক ক্রিয়ার মাধ্যমে ছন্দ সম্পর্কে ধারণা প্রদান করতে পারেন। ছন্দ নিয়ন্ত্রণে যেসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখতে হয় তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো। যেমন —

১. দৃশ্য
২. অভিনেতা
৩. সংলাপ
৪. সংযোগকারী ও সমান্তরাল দৃশ্য
৫. চূড়ান্ত মুহূর্ত
৬. বিরতি
৭. প্রবেশ-প্রস্থান
৮. হাসির দৃশ্য
৯. মঞ্চের শব্দ নিয়ন্ত্রণ
১০. প্রেক্ষাগৃহ

১. দৃশ্য : নির্দেশককে প্রতিটি দৃশ্যের মৌলিক ছন্দ খুজে বের করতে হয় যার মাঝে লয়ের বৈচিত্র্য থাকে। দৃশ্য পরিবর্তনের সময় মৌলিক ছন্দ প্রবাহিত থাকে বা সামান্য পরিবর্তন হলেও নাটকের ছন্দ সমন্বিত থাকে।

২. অভিনেতা : অভিনেতারা নাটকের চরিত্র এবং নাট্য অবস্থার দ্বারা বিষয়বস্তুর ছন্দ নির্ধারণ করতে পারেন।

৩. সংলাপ : সংলাপের যে মৌলিক ছন্দ থাকে নির্দেশককে অভিনেতাদের সে সম্পর্কে সঠিক ধারণা প্রদান করতে হয়। সংলাপ বলার সময়–পরিস্থিতি, বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্লেষণ এবং যথাযথ আবেগ যেন বহাল থাকে সেদিকেও লক্ষ রাখতে হয়।

৪. সংযোগকারী ও সমান্তরাল দৃশ্য : সংযোগকারী ও সমান্তরাল দৃশ্যের মৌলিক ছন্দ থাকে। কিন্তু সংলাপ ও চলনের যে লয় আছে তা মৌলিক ছন্দের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা সেদিকে নির্দেশককে লক্ষ রাখতে হয়।

৫. চূড়ান্ত মুহূর্ত : নাটকের চূড়ান্ত মুহূর্তে ধীরে-ধীরে আবেগের গভীরতা ও তীব্রতা সৃষ্টি হয়। সেক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমানভাবে লয়ের পরিবর্তন না হলে খাপছাড়া লাগতে পারে। চূড়ান্ত মুহূর্ত দৃশ্যকে ছন্দ দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।

৬. বিরতি : যে কোনো বিরতি অর্থ তৈরি করে। তাই বিরতির দৈর্ঘ্যের প্রতি নির্দেশককে লক্ষ রাখতে হয়। নাটকে বিরতি ব্যবহার অবশ্যই মূল ছন্দের সাথে সামঞ্জস্য রেখেই করতে হয়। অন্যথায় ছন্দপতন ঘটার সম্ভাবনা থাকে।

৭. প্রবেশ-প্রস্থান : নীরবতা ও চিৎকার বা হইচইপূর্ণ দৃশ্যেও ছন্দ অনুযায়ী প্রবেশ-প্রস্থান করতে হয়।

৮. হাসির দৃশ্য : কমেডি ও ফার্সের মহড়ায় হাসি-উদ্রেককারী সংলাপ ও ক্রিয়ার প্রতি বিশেষভাবে সচেতন থাকতে হয় কারণ হাসি ছন্দকে প্রতিষ্ঠিত করে। হাসির দৃশ্য সময়কে দীর্ঘায়িত করে। এজন্য নির্দেশককে হাসির ব্যাপারে সময় নিরূপণ করে দিতে হয়। তা না হলে অভিনেতারা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে জোর দিয়ে দ্রুত সংলাপ বলতে পারে এবং দৃশ্যের নির্মাণকেও ধ্বংস করে দিতে পারে।

৯. মঞ্চের শব্দ নিয়ন্ত্রণ : অভিনেতার মঞ্চ চলন, চলমান দ্রব্য, পুনঃপুন হট্টগোল, দোল খাওয়া চেয়ারের ঘূর্ণায়মান ছন্দ, মঞ্চের মধ্যে ও বাহিরের শোরগোল ইত্যাদির প্রতি নির্দেশক লক্ষ রাখতে পারেন।

১০. প্রেক্ষাগৃহ : চূড়ান্ত ছন্দ নির্ধারণে প্রেক্ষাগৃহের শব্দহীন বৈশিষ্ট্য ও আকার-আকৃতির প্রতি লক্ষ রাখতে হয়। ছন্দ বজায় রাখতে বিশেষ বিবেচ্য বিষয়গুলো নিম্নরূপ —

ক. অভিনেতা এক দৃশ্য থেকে অন্য দৃশ্যে পদার্পণের সময় ছন্দ ধরে রাখতে পারে।
খ. নতুন অভিনেতার প্রবেশের সময় দৃশ্যের শুরুতে পুনরায় ছন্দ প্রতিষ্ঠিত করা যায়।
গ. প্রতিষ্ঠিত ছন্দকে চালিয়ে নিতে হয় এবং দৃশ্যের শেষে পুনরায় ছন্দ প্রতিষ্ঠিত করতে হয়।
ঘ. শক্তিশালী ও উত্থান-পতনের মধ্যেও মৌলিক ছন্দকে ধরে রাখা যায়।
ঙ. মৌলিক ছন্দকে অধিক হারে বৃদ্ধি করেও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

৭
নাটকে লয়ের প্রয়োগ

বাস্তবিকভাবে একটি নাটকের মৌলিক ছন্দের মধ্যে বৈচিত্র্য থাকতে পারে। পাশাপাশি তার প্রায়োগিক দিকও লক্ষ করা যায়। অর্থাৎ কোনো প্রযোজনায় মৌলিক ছন্দ যদি কোনোরূপ বৈচিত্র্য ছাড়াই বারবার প্রকাশিত হয়ে থাকে তবে দর্শকের নিকট ক্রমে-ক্রমে একঘেয়ে, ক্লান্তিকর এবং অমুগ্ধকর হয়ে উঠতে পারে। দর্শকের একঘেয়েমি দূর করতে এবং সমস্ত নাটককে প্রাণবন্ত করে তুলতে নাটকের মৌলিক ছন্দকে অগ্রাহ্য না করে বরং সামঞ্জস্যপূর্ণ ঐক্যতানে আবদ্ধ করে ছন্দ এবং লয়ের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা যেতে পারে। তখনই নাটকের মৌলিক ছন্দ যথাযথভাবে প্রকাশ পেতে পারে। লয় এবং ছন্দ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ও নির্ভরশীল। অভিনেতার বাচন-ভঙ্গি, অনুভূতির তীব্রতা ও আন্তরিকতা, ভাবনার গভীরতা প্রভৃতির মাধ্যমে লয় নির্ধারিত হতে পারে। লয় নিয়ন্ত্রণে যেসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখতে হয় তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো। যেমন—

১. চরিত্রায়ণে মৌলিক ছন্দের বৈচিত্র্য
২. মৌলিক ছন্দের বৈচিত্র্যের অনুপাত
৩. গতিবেগ
৪. দূরবীক্ষণ
৫. দৃশ্য নির্মাণ

১. চরিত্রায়ণে মৌলিক ছন্দের বৈচিত্র্য : নাটকের অন্যান্য ছন্দ স্থির হলে প্রত্যেক চরিত্রের জন্য আলাদা-আলাদা মৌলিক ছন্দ নির্ধারণ করা যেতে পারে। নির্ধারিত চরিত্রসমূহ

পারস্পরিক সম্পর্কসূত্রে দ্রুত বা ধীর লয়ে হতে পারে যা অবশ্যই তাদের চলন, সংলাপ এবং অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে প্রকাশ পায়। যখন প্রত্যেক চরিত্রের জন্য আলাদা-আলাদা মৌলিক ছন্দ নির্ধারিত হয় তখন লয়ের মাত্রা নির্ধারণ করা যেতে পারে। অভিনেতার বাচন-ভঙ্গি, অনুভূতির তীব্রতা ও আন্তরিকতা এবং ভাবনার গভীরতা ইত্যাদির মাধ্যমে লয় নির্ধারণ করা যেতে পারে।

২. মৌলিক ছন্দের বৈচিত্র্যের অনুপাত : দৃশ্যের আবেগ লয় নির্ধারণ করে। দৃশ্যের আবেগ অনুযায়ী লয় ধীর না দ্রুত তা নির্ধারিত হতে পারে। আবেগের তীব্রতার উপর নির্ভর করে লয় নির্ধারণ করলেও এটা মৌলিক ছন্দের বাইরে যায় না। লয়ের বৈচিত্র্য মূল ছন্দের উপর নির্ভর করে। মূলত একটি ধীর ছন্দের নাটক দ্রুত ছন্দের নাটকের চেয়ে ধীর হয়। প্রহসনের ছন্দ ট্রাজেডির চেয়ে দ্রুত হয়। অতএব নির্দেশককে লয় ব্যবহার করতে হয় বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে।

৩. গতিবেগ : নাটকের লয় প্রয়োগে গতিবেগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। একটি দৃশ্যকে টুকরো-টুকরো করে ভেঙে ফেলা ও পুনঃপর্যবেক্ষণ করা হয় লয়ের উপর নির্ভর করে। চলনের গতি পরিবর্তন না করে সংলাপ বলার সময় গতি না কমিয়ে একটি দৃশ্যকে পর্যায়ক্রমিকভাবে টুকরো-টুকরো করে ফেলাই গতিবৃদ্ধিকরণ। অতএব দৃশ্য তৈরির ক্ষেত্রে নির্দেশককে গতিবেগ সম্পর্কে সচেতন থাকতে হয়।

৪. দূরবীক্ষণ : এর মানে হলো সংলাপ ও চলনের মধ্য দিয়ে ইঙ্গিত তুলে নেয়া। কোনো চরিত্রের সংলাপ ও চলন শেষ করার পূর্বে অন্য একটি চরিত্রের সংলাপ ও চলন শুরু করে দেয়াকেই দূরবীক্ষণ বলে। এটা এমন ধরনের কৌশল যা দৃশ্য নির্মাণে ব্যবহৃত হতে পারে। লয়ের গতিবৃদ্ধির ওপর নির্ভর করে এর গতি হ্রাস পেতে পারে। এক্ষেত্রে প্রত্যেক অভিনেতাকে অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হয় তার আদান-প্রদানের উপর। দূরবীক্ষণ শুধু গতি বৃদ্ধি করে না অনেক সময় অর্থও প্রকাশ করে। দূরবীণ দিয়ে যেমন কোনো জিনিসকে পর্যবেক্ষণ করা হয় তেমনি নির্দেশককে নাটকের একটি দৃশ্য তৈরি করার পর পর্যবেক্ষণ করতে হয়—মঞ্চ ব্যবহারে লয় কিভাবে কাজ করছে। কারণ কমেডি নাটকে ছন্দের হেরফের হলে তা নিয়ন্ত্রণ করতে হয় নাটকের ভাব অনুযায়ী। তবে সেক্ষেত্রে লক্ষ রাখতে হয় যে, এটা যেন লয়কে ছিন্ন না করে।

৫. দৃশ্য নির্মাণ : দৃশ্য নির্মাণ করার সময় চলন দিয়েই সমস্যা চিহ্নায়ন করা যেতে পারে। চলনের সমস্যা সমাধান হলে লয় ও কণ্ঠস্বরের দিকে নির্দেশক মনোযোগী হতে পারেন। দৃশ্য নির্মাণের সময় সব ধরনের মেথড পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে।

৮
দৃশ্যের প্রকার ও তার লয়

নাটকের গঠনশৈলী অবশ্যই সতর্কতার সাথে পর্যালোচনা করতে হয়। সেক্ষেত্রে সচেতন থাকতে হয় যে, নাটকটির চূড়ান্ত মুহূর্তটি কখন এবং কোথায় ঘটে। এছাড়াও কোনটি উন্মোচনকারী দৃশ্য বা কোনটি দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে। নাটকের গঠন সম্পর্কে সর্বশেষ ধারণাই

নির্ধারণ করতে পারে নাটকটি কতগুলি অংশে বিভক্ত এবং কিভাবে বিভিন্ন উপাদান ব্যবহার করা যায়। যেমন— চলন এবং লয়। নিম্নে দৃশ্য অনুসারে একটি নাটককে যেভাবে ব্যাখ্যা করা যায় তা উল্লেখ করা হলো—

১. সমান্তরাল দৃশ্য
২. দ্বন্দ্বপূর্ণ দৃশ্য
৩. সংযোগকারী দৃশ্য
৪. চরম পরিণতিমূলক দৃশ্য
৫. হ্রাসকৃত দৃশ্য
৬. পতিত দৃশ্য
৭. আকস্মিকতাসম্পন্ন দৃশ্য

১. সমান্তরাল দৃশ্য : একই সাথে দুটো দৃশ্য চলছে এ ধরনের দৃশ্যকে সমান্তরাল দৃশ্য বলা যেতে পারে। নাটকের শুরুতেই সমান্তরাল দৃশ্য থাকে এবং তা নাট্যক্রিয়া উন্মোচনকারী দৃশ্য হিসেবে পরিচিত। উন্মোচন এবং পারিপার্শ্বিকতাই হচ্ছে সাধারণত সমান্তরাল দৃশ্য হিসাবে পরিচিত। এ ধরনের দৃশ্যে চরিত্রের গতিবিধি, দ্বন্দ্ব বা উত্থান-পতন একই গতিতে একই দিকে চলতে থাকে। চরিত্রের শারীরিক বা মানসিক দ্বন্দ্ব এখানে প্রকাশিত হতে দেখা যায় না। তবে এই দৃশ্য হতেই মৌলিক ছন্দ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং লয়ের মাত্রা অনুযায়ী ক্রিয়াশীল থাকে।

২. দ্বন্দ্বপূর্ণ দৃশ্য : চরিত্রের শরীর ও মন সরাসরি দ্বান্দ্বিক নাট্যক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত জটিলতার দিকে পৌঁছায়। এ ধরনের দ্বান্দ্বিক দৃশ্যগুলো গড়ে ওঠে ক্রমে-ক্রমে নাটকের শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য। এ জন্য চলনের দ্রুত পরিবর্তন হয় এবং লয় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়। লয়ের বহুবিধ বৈচিত্র্য চরিত্রের প্রকৃতি, চিন্তা, আচরণ ও পরিবেশ-পরিস্থিতির পরিবর্তন আনে। এই দৃশ্যগুলো শুরুতে ছোটখাট চূড়ান্ত জটিলতাসম্পন্ন ক্রিয়ায় উত্থাপন, অপ্রত্যাশিত দ্বন্দ্ব, প্রচণ্ড জোরপূর্বক অসামঞ্জস্যপূর্ণ একটি চূড়ান্ত জটিলতা সৃষ্টি করে।

৩. সংযোগকারী দৃশ্য : এ ধরনের দৃশ্যে সাধারণত প্রবেশ-প্রস্থান কার্য সম্পন্ন হয়। নাট্যিক ক্রিয়া এই দৃশ্যে গুরুত্বপূর্ণ নয়। দুটি দৃশ্যকে একই সূত্রে বাধার জন্য একটি ছন্দ দৃঢ়ভাবে ব্যবহৃত হয়।

৪. চরম পরিণতিমূলক দৃশ্য : এ সকল দৃশ্য নাট্যিক তীব্রতার সাথে সম্পর্কিত যেখানে আবেগ তীব্রতর হয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং নাট্যিক ক্রিয়াকে একটি শীর্ষস্থানে নিয়ে যায়। যেখানে সমস্যার তীব্রতা ও উৎকর্ষ চরমে পৌঁছায়।

৫. হ্রাসকৃত দৃশ্য : যে দৃশ্যে পূর্ব দৃশ্যের জটিলতাপূর্ণ নাটকীয় তীব্রতা হ্রাস পেতে থাকে তাই হ্রাসকৃত দৃশ্য। জটিলতাপূর্ণ দৃশ্য যেভাবে নির্মাণ করে তার ঠিক বিপরীতভাবে এই অবস্থার পরিবর্তন করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে একটু হ্রাস হয়ে আবার দ্বন্দ্বটা বাড়তে পারে।

৬. পতিত দৃশ্য : পতিত দৃশ্য হচ্ছে একটি চরম তীব্রতা থেকে সর্বনিম্ন অবস্থানে হঠাৎ পরিবর্তনকারী দৃশ্য। এর ব্যবহার যদি চরম পরিণতিমূলক দৃশ্যের পর হয় তবে তার লয়

ভিন্ন হতে পারে। কিন্তু পতিত দৃশ্যের পরে যদি চরম পরিণতিমূলক দৃশ্য হয় তবে তার তীব্রতা আরো বেশি তীব্র হতে পারে।

৭. আকস্মিকতাসম্পন্ন দৃশ্য : যে সব দৃশ্যে তীব্র উৎকণ্ঠা, আকস্মিকতা, বিভ্রান্তি বৃদ্ধি পেয়ে থাকে ও তীব্র উত্তেজনা ক্রমান্বয়ে উত্থান-পতন ঘটতে থাকে এবং দর্শকদের মনে একটি তীব্র প্রত্যাশার জন্ম দেয় তাকে আকস্মিকতাসম্পন্ন দৃশ্য বলা যেতে পারে। এ দৃশ্যগুলো যেকোন জটিলতাপূর্ণ দৃশ্য থেকে আরও তীব্রভাবে শুরু হয় এবং আশা-নিরাশার দোলাচলে দুলতে থাকে।

উপসংহার

শেষকথা হলো, ছন্দকে অবহেলা করা চলে না। কারণ, প্রকৃতপক্ষে ছন্দই নাটকে প্রাণ সঞ্চার করে। এখানে প্রাণ মানে শুধু গতিশীলতা নয়। এখানে 'প্রাণ' কথাটা অন্য এক গভীর অর্থে বলা হয়েছে। আমরা মাঝে মাঝে বলি 'গানটা ভালই গেয়েছে তবে গানে 'লাইফ' আনতে পারেনি'। এখানে 'লাইফ' মানে গানের গতি বা সুরের সঠিকত্ব নয়, আরো বেশি কিছু। ছন্দ নাটকে এই দুর্লভ 'বেশি কিছু' সৃষ্টি করে বা নাটক শেষ হয়ে গেলেও দর্শকের প্রাণে দোল দিতে থাকে।

গ্রন্থ ও প্রবন্ধপঞ্জি

আতাউর রহমান, (১৯৯২)। *নাট্য প্রযোজনায় নির্দেশকের ভূমিকা,* বিদ্যা প্রকাশনা, ঢাকা পৃ. ১০৮-১১৬

দোলন রহমান, (১৪১০ বঙ্গাব্দ)। *নাট্য নির্দেশনা : স্বকীয়তা, সমন্বয় ও শৈল্পিক উৎকর্ষ-সাধনে ব্যক্তির প্রয়াস,* 'শিল্পকলা' ত্রয়োবিংশ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ঢাকা, পৃ. ২২-৪৩

ভারতীয় গণনাট্য সংঘ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি (১৯৮৫)। *নাট্য পরিচালনার প্রাথমিক সূত্র,* ১৩ এ ক্রীক লেন, কলিকাতা-১৪, পৃ.৩৫-৪০

Alexander Dean and Lawrence Care (1965). *Fundamentals of Play Directing,* Printed in the U.S.A, New York, P. 234-256

Linda Pinnell, (1995). *Getting Started in Theatre,* Published by Text Book Company a division of NTC Contemporary Publishing Group, 4255 West Touhy Avenue, P. 46

Lioyed Anton Frerer, (1996). *Directing for the Stage,* Published by NTC Publishing Group, 4255 West Touhy Avenue, P. 195-218